আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, সোমবার, ০২ কার্তিক ১৪২৩, ১৭ অক্টোবর ২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,
উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ,
সুধিবৃন্দ।

আসসালামু আলাইকুম ও শুভ অপরাহ্ন।

আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস উদযাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

দ্রুত সময়ের মধ্যে দারিদ্র্য হ্রাসে বাংলাদেশের অর্জন বিশ্বপরিমন্ডলে তুলে ধরার জন্য আমি বিশ্বব্যংক-কে ধন্যবাদ জানাই। এ স্বীকৃতি আমাদের লক্ষ্য অর্জনের প্রয়াসকে আরও বেগবান করবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এসডিজি) বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংক যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা গুরুত্বপূর্ণ। এসডিজি বাস্তবায়নে বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা সহায়ক হবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ২৪ বছরের সংগ্রাম এবং ১৯৭১ সালে ৯-মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি।

তারপর থেকেই আমরা টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং জনগণের জীবন-মান উন্নয়নের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের পথচলা কখনই মসৃণ ছিল না।

দৃঢ় নেতৃত্ব এবং এ দেশের সাহসী ও সংগ্রামী মানুষের প্রতিকূল অবস্থা থেকে উত্তরণের সক্ষমতা বাংলাদেশকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে সাহায্য করেছে এবং বাংলাদেশ এখন অন্যান্য দেশের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

সুধিমন্ডলী,

প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট বহুবিধ দুর্যোগ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য সফলতা অর্জন করেছে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের সময় দারিদ্র্যের হার ছিল ৭০ শতাংশের উপরে, যা হ্রাস পেয়ে ১৯৯১ সালে দাঁড়ায় ৫৬.৭ শতাংশে। আমরা বর্তমানে দারিদ্র্যের হার ২২.৪ শতাংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছি। দেশে বর্তমানে চরম দারিদ্র্যের হার ৭.৯ শতাংশ।

আমাদের উন্নয়নের একটি মানবিক অবয়ব রয়েছে। দারিদ্র্য ও ঝুঁকির মধ্যে থাকা জনগোষ্ঠীর জীবন-মানের উন্নয়ন আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অন্যতম নিয়ামক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে।

অসমতা দূর করতে সামাজিক নিরাপত্তা, যথোপযুক্ত কর্মসংস্থান এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক সুবিধা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে দেশের প্রায় এক-চতুর্থাংশ পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। এজন্য সরকার মোট বাজেটের ১৩ শতাংশ এবং জিডিপি'র ২.৩ শতাংশ ব্যয় করছে।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারি ব্যয়ের সুফল নিশ্চিত করতে আমরা জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করেছি। আমাদের লক্ষ্য হ'ল বিশ্ব সম্প্রদায় কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই দেশ থেকে দারিদ্র্য এবং ক্ষুধা নির্মূল করা। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং সংস্থার অবদানের কথা আমি গভীরভাবে স্মরণ করছি।

সুধিবৃন্দ,

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ বেশ বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। গত ১০ বছরে জাতীয় আয়ের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.৪ শতাংশ, যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৭.০৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

আমরা ইতোমধ্যে ২০১৬-২০২০ মেয়াদী ৭ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করেছি। প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, দারিদ্র্য হ্রাস এবং সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নকে এ পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। ৭ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সর্বশেষ বছরে ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণসহ গড় প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে ৭.৪ শতাংশ।

মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ১ হাজার ৪৬৬ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। উচ্চ মধ্যম-আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া এবং বহুমাত্রিক দারিদ্র্য নিরসনের লক্ষ্য অর্জনে শক্ত ভিত গঠনের ক্ষেত্রে অন্যান্য আর্থিক সূচকসমূহের অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে।

বৈশ্বিক মন্দা সত্ত্বেও, আমাদের রপ্তানি ও প্রবাসী আয় এবং সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ গত সাড়ে ৭ বছরে ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৩১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে। বিনিয়োগ হার জিডিপি'র ২৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৯.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ছিল ২৮৫ বিলিয়ন টাকা, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ২৩৩.৪৫ বিলিয়ন টাকা।

বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতার পরিমাণ ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৭৮ শতাংশ জনগণ বিদ্যুৎ সুবিধা পাচ্ছেন। আমরা মুদ্রাস্ফীতি ৫.৫ শতাংশের মধ্যে নিয়ন্ত্রণে রাখাসহ মুদ্রার বিনিময় হার ও সুদের হারের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছি।

প্রাথমিক শিক্ষায় প্রায় শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে জেন্ডার সমতা অর্জন করেছি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বৈষম্য হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য আমরা প্রায় সাড়ে ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছি। মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস পেয়ে প্রতি হাজারে এক দশমিক আট এক এবং শিশু মৃত্যুর হার ২৯ জনে দাঁড়িয়েছে। মানুষের গড় আয়ু ২০০৫ সালে ছিল ৬৬.৫ বছর, যা বর্তমানে প্রায় ৭১ বছরে উন্নীত হয়েছে। মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০১৪ সালে ১৪২তম স্থানে উন্নীত হয়েছে।

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে প্রযুক্তি-নির্ভর আধুনিক রাষ্ট্রের কাতারে সামিল হয়েছে। কয়েকটি উন্নত দেশসহ প্রায় ৩০টি দেশে আমরা সফটওয়্যার ও আইসিটি সেবা রপ্তানি করছি।

ইলেক্ট্রনিক সরকারি ক্রয় ব্যবস্থা (ই-জিপি), স্থানীয় পর্যায়ে ডিজিটাল কেন্দ্র স্থাপন, মোবাইল ফোনের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, ডিজিটাল ল্যাবরেটরি এবং মাল্টি-মিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপন আমাদের আইসিটি উদ্যোগের কয়েকটি উদাহরণ।

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

সমাজের সকলক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম-অধিকার নিশ্চিত করা আমাদের অঙ্গীকার। এ লক্ষ্যে আমরা নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করেছি। নারী উন্নয়নকে আমাদের দীর্ঘ-মেয়াদী উন্নয়ন কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করে সকল পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন এবং বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে।

কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। 'গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাস রিপোর্ট' অনুযায়ী, ২০১৫ সালে ১৪৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৬৪তম। অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সংক্রান্ত ৪টি সূচকেই বাংলাদেশের অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে।

১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদে মহিলা সংসদ সদস্যের হার ছিল ১২.৭ শতাংশ, যা বর্তমানে ২০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। স্থানীয় সরকারে প্রায় সাড়ে ১২ হাজার নির্বাচিত নারী প্রতিনিধি রয়েছেন। ২০১৫ সালে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৪৫টি দেশের মধ্যে ৮ম স্থানে। পোশাকশিল্পে প্রায় ৩৫ লক্ষ নারী কর্মী রয়েছেন। তাঁদের কাজের পরিবেশ নিরাপদ ও উন্নত করার লক্ষ্যে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব আমাদের দেশের উন্নয়নের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হলেও, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বাংলাদেশ এখনও বিশ্বের অন্যতম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। এরফলে বাংলাদেশ অব্যাহতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা আশা করি, প্যারিস জলবায়ু চুক্তির বাস্তবায়ন পরিবেশ সংক্রান্ত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে। জলবায়ু পরিবর্তনকে বিবেচনায় নিয়ে আমরা জলবায়ু-সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মাণ ও অন্যান্য উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করছি। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি লাঘবে আমাদের নিজস্ব অর্থায়নে 'ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড' গঠন করেছি।

জলবায়ু সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিভিন্ন তহবিল, বিশেষ করে 'গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড' সৃষ্টি অনেক প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু, পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক তহবিল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহ আশানুরূপ অর্থায়ন পায়নি। এ অর্থায়ন প্রক্রিয়া সহজ করার লক্ষ্যে পদ্ধতিগত সংস্কার জরুরি।

সম্মানিত সুধী,

এগিয়ে যাওয়ার পথে আমাদের সামনে এখনও অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। আমাদের জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করছেন। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের জনমিতিক সুবিধা'র (ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড) সদ্ব্যবহার করতে হবে। এ লক্ষ্যে আমরা ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, বেশ কিছু হাইটেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক প্রতিষ্ঠাসহ বেসরকারি এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) বাস্তবায়ন ও অর্জনে বাংলাদেশ অন্যতম সফল দেশ হিসেবে বিবেচিত। এমডিজি বাস্তবায়নের দৃঢ় ভিত্তিকে বিবেচনায় নিয়ে আমরা এসডিজি'স বা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য এসব লক্ষ্যসমূহ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশলে অন্তর্ভুক্ত করেছি।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় কর্তৃক নির্ধারিত ২০৩০ সালের পূর্বেই এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। একটি উচ্চ-পর্যায়ের তদারকি টিম এসডিজি বাস্তবায়ন কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করছে।

একটি মধ্যম আয়ের দেশের অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় নিয়ে আমরা প্রবৃদ্ধি সঞ্চারী কাঠামোগত রূপান্তরের একাধিক বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণ করেছি।

অপুষ্টিজনিত সমস্যামুক্ত জনগোষ্ঠী জাতীয় উন্নয়নের প্রধান সম্পদ। ১৯৯০ সাল থেকে বাংলাদেশে অপুষ্টিতে ভোগা জনগোষ্ঠীর হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেলেও, আর্থ-সামাজিক অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়নি।

কম ওজন, খর্বাকৃতি ও অন্যান্য অপুষ্টিজনিত সমস্যাগ্রস্ত শিশুর সংখ্যা কমিয়ে আনার জন্য মাতৃ ও শিশু পুষ্টি উন্নয়নের লক্ষ্যে এ খাতে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমরা জাতীয় পুষ্টি নীতি ২০১৫ প্রণয়ন করেছি। ভবিষ্যতে আমরা পুষ্টি সেবা কার্যক্রম আরও প্রসারিত করতে চাই।

দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ফোরামে আমি বহুবার উল্লেখ করেছি যে, বিশ্ব আজ সন্ত্রাস এবং সহিংস জঙ্গিবাদ নামক দু'টি অন্যতম চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। যে কোন ধরণের সহিংসতার বিরুদ্ধে আমার সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করেছে। দেশের জঙ্গিবাদ দমনে আমরা সক্ষম হয়েছি। জঙ্গিবাদের অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করার লক্ষ্যে ভবিষ্যতে জঙ্গিবাদ দমন কার্যক্রমকেও আরও শাণিত করা হবে।

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

বাংলাদেশ অমিত সম্ভাবনার দেশ। এদেশের মানুষ অত্যন্ত সাহসী, দৃঢ়চেতা এবং পরিশ্রমী। নিজেদের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য আমরা দৃঢ়-প্রত্যয়ী।

আমরা ইতোমধ্যে মানব-উন্নয়ন সূচকে মধ্যম ক্যাটাগরির দেশ এবং মাথাপিছু আয় বিবেচনায় নিমণ মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আমরা সহসাই স্বল্পোন্নত দেশের ক্যাটাগরি থেকে বেরিয়ে আসব এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ।

আমাদের প্রত্যাশা, আমাদের উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিদ্যমান অংশীদারিত্ব ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী হবে। আমাদের সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা, 'রূপকল্প ২০২১' এবং 'রূপকল্প ২০৪১' জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্য-অশিক্ষা এবং বঞ্চনামুক্ত 'সোনার বাংলাদেশ' বিনির্মাণের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত।

বিশ্বব্যাংক আমাদের অন্যতম প্রধান উন্নয়ন সহযোগী। আমাদের এই প্রয়াসে বিশ্বব্যাংক আরও জোরালো ভূমিকা রাখবে- এ প্রত্যাশা করছি।

এ সুন্দর পৃথিবীকে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত করার লক্ষ্যে আমি সকলকে একযোগে কাজ করার উদাত্ত আহ্বান জানাই। সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...